Lecture no -07+08

বিষয়ঃ যুক্তিবিদ্যা

অধ্যায়-২য়

৪,যুক্তিবিদ্যার সাথে কম্পিউটারের সর্ম্পক লিখ

সাদৃশ্যসমূহ

১,যুক্তিবিদ্যা ও কম্পিউটার উভয়েই গনিতের উপর নির্ভরশীল

২, উভয়েই কতকগুলো মৌলিক নিয়ম রয়েছে

৩, উভয়কেই ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলা হয়

বেসাদৃশ্য

যুক্তিবিদ্যা ও কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য–

যুক্তিবিদ্যা	কম্পিউটার
১। যুক্তিবিদ্যা হলো চিন্তার বিজ্ঞান।	১। কম্পিউটার হলো গণনাকারী যন্ত্র।
২। যুক্তিবিদ্যা হলো আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।	২। কিন্তু, দর্শণকে বিজ্ঞান বলা চলে না।
৩। যুক্তিবিদ্যার দুটি অংশ সাবেকী ও প্রতীকি।	৩। কম্পিউটারের দুটি অংশ হলো হার্ডওয়ার ও সফটওয়্যার।
৪। যুক্তিবিদ্যার পরিসর ব্যাপক।	৪। কম্পিউটারের পরিসর সংকীর্ণ।
৫। যুক্তিবিদ্যা কলা ও বিজ্ঞান উভয়ই।	৫। কম্পিউটার কেবল বিজ্ঞান।

৫,যুক্তিবিদ্যার সাথে গণিত সর্ম্পক লিখ

১, উভয়েই আকারগত বিদ্যা

২, উভয়ের কতকগুলো মৌলিক নিয়ম রয়েছে

৩, উভয়েই যথাযতা, সত্যতা ও বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে।

পার্থক্য

❖ গণিত সংখ্যা নিয়ে কাজ করে	যুক্তিবিদ্যা প্রতীক নিয়ে কাজ করে
❖ গণিতের ফলাফল সর্বজনগ্রাহ্য	যুক্তিবিদ্যার ফলাফল সর্বজনগ্রাহ্য নয়
❖ গণিতকে কলা বলা চলেনা	যুক্তিবিদ্যাকে কলা বলা চলে।

❖ ০১

❖

❖ **প্রশ্ন ১। 'দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়'–ব্যাখ্যা কর।**

❖ [ঢা.বো. '১৯]

❖ উত্তর: দর্শন সমগ্র জগৎ ও জীবনের সাথে যুক্ত। জগৎ বলতে অনেকে পরিদৃশ্যমান জগৎ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে বুঝিয়ে থাকেন; কিন্তু দর্শনের বিষয়বস্তু দিকে তাকালে দেখা যায়, এখানে এমন কতগুলো বিষয় আছে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে। বিভিন্ন আধিবিদ্যক বিষয় যেমন- আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিদৃশ্যমান জগতের বাইরে। এছাড়া এমন অনেক বিষয় আছে, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে। যেহেতু দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরের বিষয় নিয়েও আলোচনা করে তাই বলা যায়, দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

❖

❖ **প্রশ্ন ২। ব্যবসায় ও পেশাগত নীতিবিদ্যা এক নয় কেন? বুঝিয়ে দাও।**

❖ [রা .বো. '১৯]

❖ উত্তর: ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা উভয়ই প্রায়েগিক নীতিবিদ্যার দুটি শাখা। কিন্তু এই প্রকার দুই নীতিবিদ্যা এক নয়। কেননা ব্যাবসায় নীতিবিদ্যা হলো এমন এক ধরণের প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা যা ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভূত নৈতিক নীতিমালা ও নৈতিক সমস্যাবলি পর্যলোচনা করে। আর পেশার ক্ষেত্রে গৃহীত কাজের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত যাচাই করার জন্য ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা যে শাখাটি আলোচনা করে তাকে পেশাগত নীতিবিদ্যা বলে। সুতারং দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ব্যবসায় বাণিজ্যের সাথে যুক্ত। আর পেশাগত নীতিবিদ্যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিভিন্ন পেশার কাজের সাথে যুক্ত। তাই এই দুই প্রকার নীতিবিদ্যা একনয়।

❖

❖ **প্রশ্ন ৩। 'যুক্তিবিদ্যার কাজ সত্য আবিষ্কার করা'– বুঝিয়ে লেখ।**

❖ [য. বো. '১৯]

❖ উত্তর: যুক্তিবিদ্যার আর্দশ হলো সত্যের আদর্শ। যুক্তিবিদ্যা সত্যের আদর্শের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করে। যুক্তিবিদ্যা হলো যুক্তিসংক্রান্ত বিজ্ঞান। যুক্তির বৈধতা অর্থাৎ বৈধ ও অবৈধ যুক্তির পার্থক্য করা যুক্তিবিদ্যার প্রধান কাজ। সত্যের আদর্শ অনুযায়ী যুক্তিবিদ্যা বৈধ যুক্তির নিয়মাবলি আবিষ্কার করে। যেহেতু যুক্তিবিদ্যা সত্যের আদর্শ অনুযায়ী বৈধ যুক্তির আবিষ্কার করে, তাই বলা যায়, যুক্তিবিদ্যার কাজ সত্য আবিষ্কার করা।

❖

❖

❖ ০২

❖ **প্রশ্ন ৪। "দর্শন হচ্ছে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ"– ব্যাখ্যা কর।** [চ. বো. '১৯]

❖ উত্তর: ইংরেজি 'Philosophy' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো দর্শন। ইংরেজি 'Philosophy' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Phileo' এবং 'sophia' থেকে। 'Phileo' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' এবং 'sophia'

❖ শব্দের অর্থ অনুরাগ। শব্দগত অর্থে দর্শন বলতে প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বোঝায়। এ জন্য বলা হয়ে থাকে 'দর্শন হচ্ছে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'।

❖

❖ **প্রশ্ন ৫। 'যুক্তিবিদ্যার কাজ সত্য আবিষ্কার করা' – বুঝিয়ে লেখ।**

❖ [দি. বো. '১৯]

❖ উত্তর: যুক্তিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। আর যুক্তিবিদ্যার আদর্শ হলো সত্যের আদর্শ। সত্যের আদর্শ অনুযায়ী যুক্তিবিদ্যা বৈধ যুক্তি পদ্ধতির নিয়মাবলি আবিষ্কার করে এবং সেই নিয়মাবলির আলোকে সেগুলোর মূল্য নিরূপণ করে। মানুষ কীভাবে চিন্তা বা অনুমান করে সেটি যুক্তিবিদ্যার কাজ নয়। কোন কোন নিয়ম অনুসরণ করলে মিথ্যা বা ভুল বর্জন করে সত্যকে অর্জন করা যায় তাই হলো যুক্তিবিদ্যার কাজ। তাই বলা যায়, যুক্তিবিদ্যার কাজ সত্য আবিষ্কার করা।

❖

❖ **প্রশ্ন ৬। নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কেন?**

❖ [সকল বোর্ড '১৮; কু. বো. '১৬, সি. বো. '১৭]

❖ উত্তর: নীতিবিদ্যাকে আদর্শনিষ্ঠ বলার করণ হলো-

❖ ১. নীতিবিদ্যা মানদন্ডের সাহায্য মূল্যায়ন করে।

❖ ২. নীতিবিদ্যা মানুষের ঐচ্ছিক আচরণকে শুধু বর্ণনা না করে এর ভালোত্ব-মন্দত্ব নির্ধারণ করে।

❖

❖ **প্রশ্ন ৭। ভালো ও মন্দ বলতে কী বোঝ?** [য. বো. '১৬]

❖ উত্তর: ভালো ও মন্দ কথা দুটি আপেক্ষিক। কেননা এর কোনো সার্বজনীন সংজ্ঞা নেই। তবে সাধারণভাবে বলা হয়– যা সকলের জন্য কল্যাণকর, সমাজ ও সভ্যতার অগ্রতির জন্য প্রয়োজনীয় তাই ভালো। অন্যদিকে, যা মানুষের জন্য অকল্যাণকর তাই মন্দ। স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভালো ও মন্দের ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে।

❖ ।